International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

জীবনানন্দের উপন্যাসে বিশ্লেষণাত্মক মনঃসমীক্ষণবাদ

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

"মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিস?
চলেন তিনি গোপন চালে,
স্বাধীন তাহার ইচ্ছে..."[১]
-'অতিথি' ('ক্ষণিকা')

মন যে কতটা দুর্বোধ্য, অবর্ণনীয় তা কবি বুঝেছিলেন এবং তারই প্রতিক্রিয়া তাঁর এই কবিতা। তবে কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, নানা যুগে নানা কালে মনের হাল হদিশের সন্ধান বহু মনীষীই করেছেন। সেই সন্ধান কখনোই এক জায়গায় স্থির থাকেনি বরং সেই সন্ধানের স্টিমার পেরিয়েছে বহু ঘাট। বিজ্ঞান হোক বা সাহিত্য—মন চিরকালই বহুলচর্চিত বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিকেরা মন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা অজস্র তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন। যদিও তত্ত্ববিশ্বে ক্রমে কোনো কোনো তত্ত্ব বিশেষভাবে জনগ্রাহী হয়ে উঠেছে। একদম শুরু থেকে দেখলে ভাবজগৎ ও মন নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ফরাসী দার্শনিক রেনে ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০)। আমাদের যে কোনো প্রকার আচরণের মূলে মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে এবং চেতনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম আলোচনা করেন।এরপর মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ (১৮৪২-১৯০০), তাঁর গবেষণায় মনোবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর আলোচনায় Conciousness বা চেতনা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁর *'Principles of Psychology'* (1890) বইতে জানান,

"Psychology is the Science of Moral Life, both of its their phenomena and of their conditions"[২].

এযাবৎ মনোবিজ্ঞান –বিজ্ঞানের পথের পথিক হয়েই ছিল, কিন্তু মনোবিজ্ঞানকে মনঃসমীক্ষণবাদ হিসাবে সাহিত্যে এক তাত্ত্বিক রূপ প্রতিষ্ঠা করলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৫-১৯৩৯) সর্বপ্রথম তাঁর 'The Interpretation of Dreams'(1899) গ্রন্থে অচেতন মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা বহুলভাবে আলোচিত ও চর্চিত হয়, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম 'মনঃসমীক্ষণবাদ' (Psychoanalysis) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁর আলোচিত 'ইডিপাস-ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স', 'স্বপ্নের প্রতীকী ব্যাখ্যা', 'অবচেতন', 'স্খলন' ইত্যাদি মনঃসমীক্ষণবাদের একটা নতুন দিক উন্মোচন করে।তবে এক্ষেত্রে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Unconcious (অচেতন) শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন জার্মান রোমান্টিক দার্শনিক ফ্রেডরিক উইলহেল্ম জোসেফ স্কেলিং (১৭৭৫-১৮৫৪), তবে শব্দটি ইংরেজি সাহিত্যে নিয়ে আসেন ইংরেজ কবি ও তাত্ত্বিক স্যামুয়েল টেলর কোলরীজ (১৭৭২-১৮৩৪), এবং শব্দটিকে জনমানসে জনপ্রিয় করে তোলেন ফ্রয়েড তাঁর 'The Interpretetion of Dreams' (১৯০০) গ্রন্থের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে ফরাসী মনোসমীক্ষক জাক লাঁকা (১৯০১-১৯৮১), তাঁর 'ইক্রিটস্' (১৯৭৭) ও 'ফোর ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ সাইকোঅ্যানালিসিস' (১৯৭৭) গ্রন্থে তিনি ফ্রয়েডের পুনর্ব্যাখ্যা করেন। এরপর মনঃসমীক্ষণের ভাবনা যাঁর হাতে মনঃসমীক্ষণবাদ থেকে বিশ্লেষণাত্মক মনঃসমীক্ষণবাদ নামে একটি ভিন্ন ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তিনি হলেন সুইস মনঃসমীক্ষণবাদী কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১)। প্রথম জীবনে মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের অনুগামী এবং সহযোগী হলেও পরবর্তীকালে তিনি ফ্রয়েড প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলিকে ছাড়িয়ে এক ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ফ্রয়েড যেমন সব মানুষের ব্যক্তিত্বগঠনের ক্ষেত্রে মানুষের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপের পেছনে একমাত্র 'লিবিডো' বা যৌনকামনাকে দায়ী করেছেন, ইয়ুং এটিকে খণ্ডন করেছেন—তাঁর কথায় একমাত্র লিবিডো কখনোই ব্যক্তিত্বগঠনের উপাদান হতে পারে না। এর পাশাপাশি তিনি Unconscious বা অচেতন সত্তার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কথায় অচেতনমাত্র তা কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয় বরং তা সামগ্রিক জাতিমানসের কিছু বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে। ইয়ুং প্রদত্ত বিশ্লেষণাত্মক মনঃসমীক্ষণবাদের যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলি পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলি হল;

১. **যৌথ অচেতন (Collective Unconscious)-** যা Archetypal Phenomena এর সঙ্গে যুক্ত। 'আর্কিটাইপ' শব্দটির উৎস 'archaic', যার অর্থ হল বহু পুরাতন বা সনাতনী, যা প্রকৃত ধারাকে বহন করে। অর্থাৎ যৌথ অচেতন হল এমনকিছু বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা সমাজ বা সংস্কৃতিতে বহু আগে থেকেই চলে আসছে এবং ক্রমে তা মানুষের মননে সঞ্চারিত হয়। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং এই যৌথ অচেতনকে আর্কিটাইপের ঘর বলে মনে করেন। যৌথ অচেতন কোনো একটি ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে মৌলিক নয় বরং বিষয়টি সব দেশে সব কালে সবার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। আমাদের চিন্তাভাবনা-ব্যবহার এবং এই দুনিয়াকে আমরা কীভাবে দেখব তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

যেমন, মা বা জ্ঞানী বৃদ্ধ বললে আমাদের মানসচক্ষে দয়ালু-ক্ষমাশীল নারীর চিত্র বা স্বল্পবাক্ পক্ককেশ বৃদ্ধের ছবি ফুটে ওঠে, তার দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে কোনো প্রভেদ নেই। বলা যায়, এটি একপ্রকার মৌলিক বা আদিম রূপ, যা সাধারণত ব্যক্তির মনে সবসময় উপস্থিত থাকে না, কিন্তু কখনো তা কারণবশত প্রকাশ পায়। যৌথ অচেতনের অন্তর্গত 'আর্কিটাইপ' এর চারটি ভাগ—

ক. অ্যানিমা-অ্যানিমাস- অ্যানিমা হল কোনো পুরুষের মনের অচেতন স্তরে থাকা কিছু নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে অ্যানিমাস হল নারীর মনের অচেতন স্তরে থাকা কিছু পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য। জীবনের পথে চলতে গেলে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সামাজিক ভাবে পূর্বনির্ধারিত। যেমন সংবেদনশীলতা, কোমলস্বভাবা মানেই তা নারী চরিত্রের সমতুল্য এবং পুরুষমাত্রেই কঠোরস্বভাবা।

খ. পার্সোনা- সাধারণত দেখা যায়, বেশিরভাগ মানুষই কমবেশি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজিত হয়ে থাকে। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের ব্যবহারের রকমফেরটি যৌথ অচেতনে পূর্বনির্ধারিত। বাড়িতে আমাদের আচরণ হোক কিংবা কর্মক্ষেত্রে—সর্বত্রই আমাদের আচরণ আগে থেকেই যৌথ অচেতনে স্থির আছে। এটি খানিক মুখোশের মতো, মঞ্চে অভিনয় করার ক্ষেত্রে অভিনেতারা যেভাবে সেই চরিত্রে ঢুকে যান, এটাও খানিক তাই।

গ. শ্যাডো বা ছায়া- এটি ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী ইদ (Id)*[৩] এরই নামান্তর। আমাদের মনের মধ্যে এমন কিছু বিষয় সর্বত্র যাতায়াত করে, যা প্রধানত ব্যক্তিত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিকে সূচিত করে। যার কারণে এটি বারবার অবদমিত হয় এবং ক্রমে অচেতন স্তরে গিয়ে জমা হতে থাকে। শ্যাডোর উদাহরণ হিসাবে ইয়ুং অহংবোধ, মানসিক আলস্য, উদ্ভট কাল্পনিক চিন্তা, কাপুরুষতা ইত্যাদির কথা বলেছেন।

ঘ. সেল্‌ফ বা স্ব- কোনো ব্যক্তির চেতন ও অচেতন এই দুই মিলিয়ে ব্যক্তিত্বের যে পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, তাকে আমরা স্ব বলতে পারি।

২. **ব্যক্তিত্ব (Individuation)-** প্রতিটি ব্যক্তির পরিপূর্ণতার প্রক্রিয়াতে ইতিপূর্বে আলোচ্য যৌথ অচেতন সাহায্য করে থাকে। ইন্ডিভিজুয়েশন হল কোন একজন মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব। সামাজিক বিন্যাস, পারিবারিক অবস্থা—এই সবকিছু নির্বিশেষে একজন ব্যক্তির চরিত্র পরিপূর্ণ ও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয় বরং তা একান্তভাবে সামগ্রিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিপূর্ণতার প্রক্রিয়া অনেকটাই অচেতন ভাবে হয়ে থাকে।

ফ্রয়েড এবং ইয়ুং দুজনেই মনে করতেন, স্বপ্ন হল অচেতনের ভাণ্ডার। পার্থক্যটা হল, ফ্রয়েডের কাছে স্বপ্ন হল অবদমিতের উৎসস্থল, সেখানে ইয়ুং এর কথায়, স্বপ্ন কোনো অবদমনের প্রতিক্রিয়া নয় বরং,

> "Our dreams are like windows that allow us to look in, or to listen in, to that psychological process which is continually going on in our unconscious."[৪]

৩. **ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ** – ইয়ুং দুই প্রকার ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন। যথা অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী। তাঁর মতে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব প্রধানত বিষয়বাদী এবং বহির্মুখী মাত্রেই বস্তুবাদী।

৪. **কমপ্লেক্স** –একপ্রকার অবদমিত চেতনা, যা ব্যক্তির ব্যবহারে প্রকাশিত হয়।এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েড প্রদত্ত ঈডিপাস কমপ্লেক্স এর সদৃশ যুক্তি দিয়েছেন ইয়ুং, যার নাম ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স।

মনঃসমীক্ষণবাদ হল মনোবিজ্ঞানীপ্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির চরিত্র,মানসিকতা বিশ্লেষণ করা।এবার কার্ল ইয়ুং প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলির মাধ্যমে জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসের চরিত্রগুলি ও তাদের মানসিকতা বিশ্লেষণ করা যাক।

জীবনানন্দ দাশের লেখা উপন্যাসগুলি মূলতঃ ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৮ এর মধ্যে প্রকাশিত। জীবনানন্দ নিজেও ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন,

> "যুক্তির ওপর শুদ্ধ আস্থা থাকা দরকার। কিন্তু যুক্তির অজুহাতে বিজ্ঞানের বা মনোবিজ্ঞানের অজ্ঞাত জিনিসগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া চলেনা। মন ও নির্মন সম্বন্ধে আরো তথ্য জানা দরকার।"[৫]

কেবল ফ্রয়েডই নন, পরবর্তী মনঃসমীক্ষণবাদী কার্ল ইয়ুঙ্গের বেশ কিছু তত্ত্বের নমুনা তাঁর উপন্যাসে মেলে। আলোচনার সুবিধার্থে, জীবনানন্দের তিনটি উপন্যাস 'মাল্যবান'(১৯৪৮), 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮) 'কারুবাসনা' (১৯৩৩) কে নির্বাচন করা হল।

আমরা ফ্রয়েডের কাছে 'স্বপ্ন' হল অবদমিতের কারখানা, কিন্তু ইয়ুঙ্গের মতে স্বপ্ন সবসময়েই অবদমিত যৌন চেতনার স্তর নয়, বরং স্বপ্নের নিজস্ব কিছু স্বকীয় চিহ্ন, প্রতীক ও ভাষা আছে। মাল্যবান, 'কারুবাসনা' উপন্যাসের হেম বা 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের নিশীথ সেন—এদের চরিত্রায়ণে স্বপ্ন অনুষঙ্গ বারবার এসেছে। এবার সেই স্বপ্ন অনুষঙ্গ দিয়েই যৌথ অচেতনকে বিশ্লেষণ করা যাক, 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে নিশীথ সেনের স্বপ্ন,

> "সাড়ে আটটার সময় নিশীথের ঘুম ভাঙল...ঘুম ভাঙছিল, ঘুমিয়ে পড়ছিল আবার।... সবই ছায়া, আবছায়া, দিনের আলোর পৃথিবীর কাঠামোটা রেখে দিয়ে তাকে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়া খুব ভরা আলোর ভিতর—আর-এক দেশের, রাত্রির দেয়াল মেঝে ভিত্তিচিত্রের খেত-মাঠের বধির স্নিগ্ধতার ভিতর দিয়ে, বোশেখের ভরপুর রোদের সিঁড়ি জানলা বাতাস মির্জাপুরী গালিচার পথ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে।"[৬]

'মাল্যবান' উপন্যাসে মাল্যবানের স্বপ্ন,

> "এমনি শীতের রাতে ধানের খেত শূন্য হয়ে পড়ে আছে—হলদে নাড়ার গ্যাঁজে সমস্ত মাঠ রয়েছে ছেয়ে,.."[৭]

'কারুবাসনা' উপন্যাসে হেমের স্বপ্নে,

> "গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা চুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তারপরেই বনধুঁধুল, মাকাল, বঁইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।"[৮]

গভীর রাত, জ্যোৎস্নার আলো, ধানের খেত, ইত্যাদির অনুষঙ্গের মাধ্যমে চরিত্রগুলি উপন্যাসগতভাবে প্রভেদ থাকলেও যৌথ অচেতনের মাধ্যমে তারা সবাই একত্রিত হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি স্বপ্নের যে ছবি বারবার উঠে এসেছে তা গ্রামবাংলাকে সূচিত করেছে। বলা যায় তা খানিক যেন আমাদের শিকড়ের ছবিকে চিত্রায়িত করেছে। এর পাশাপাশি নৈরাশ্যতার প্রতীক হিসাবে বহুবার শ্মশান, দাহকার্য, হাসপাতাল ইত্যাদি উঠে এসেছে। যা আমাদের যৌথ অচেতনে মিশে আছে।

যেমন মাল্যবান স্বপ্ন দেখে,

> "রমা মারা যাওয়ার পর থেকেই মাল্যবান মাঝে-মাঝে কেমন সব মৃত্যু ও দাহের স্বপ্ন দেখত রাতের বেলা। একদিন সে দেখল, নিজে ম'রে গেছে, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল: সেখানে সে খুব অমায়িকভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।"[৯]

কিংবা নিশীথ সেন স্বপ্ন দেখে,

> "...এই কি কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতাল—যক্ষ্মার ?...না না মশাই এটা যাদবপুরের টিবি হসপিটাল; এখানে বেড খালি নেই। ভানু? সে তো কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে—সে তো মরে গেছে কাল রাতে।"[১০]

যৌথ অচেতনের পর চলে আসা যাক উপন্যাসে আর্কিটাইপের আলোচনায়,

অ্যানিমা-অ্যানিমাসের বৈশিষ্ট্যে, 'মাল্যবান' উপন্যাসে মাল্যবান-উৎপলা, কিংবা 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে জিতেন দাশগুপ্ত-নমিতা দাশগুপ্ত – এদের মধ্যে যথাক্রমে উৎপলা ও নমিতার মধ্যে অ্যানিমাস এবং মাল্যবান ও জিতেনের চরিত্রে অ্যানিমার ছাপ স্পষ্ট।

পার্সোনার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত মেলে 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের নিশীথ সেনের চরিত্রে। বারবার অভিযোজনের দৃশ্য পাঠককেও অবাক করে, নিশীথ সেনের বন্ধুমহলে দীর্ঘদিন অবিবাহিত জিতেন দাশগুপ্ত সাতচল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করার খবর পেয়ে খানিক নিশীথ সেন খানিক নিরাশ হলেও মুখ ফুটে জানায় না, বরং জিতেন তার স্ত্রীর কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করাবার কথা বললে, তার স্পষ্ট জবাব,

> "না, এখন নয়। বড্ড ঘুম পেয়েছে। ভারী ক্লান্ত লাগছে।"[১১]

অথচ সেই নিশীথই মধ্যরাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়বার পর নিঃশব্দে অবলীলায় জিতেনের ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত নমিতাকে দেখতে পিছপা হয়না। তবে এক্ষেত্রে নিশীথ শারীরিক ও মানসিকভাবে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত ছিল, যার পরিণাম তার এই ক্রিয়াকলাপ, এখানে চরিত্রটির ইদ তাকে চালিত করেছে তার আনন্দলাভের দিকে নির্দ্বিধায় এগিয়ে যেতে, যা ইয়ুং-এর বক্তব্য অনুযায়ী শ্যাডো বা ছায়ার নামান্তর। উপন্যাসের অন্যতম মূলচরিত্র নিশীথ সেন ঘটনার স্বার্থে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে কথোপকথনে নিশীথ সেন চরিত্রটি যেন ভিন্ন ভিন্ন মুখোশ পরিধান করে নিয়েছে।

নমিতা দাশগুপ্তের সঙ্গে তার কথাবার্তা অনেক বেশি মার্জিত-রুচিশীল ব্যক্তিত্ব। ফয়েকটভাঙ্গেরের জার্মান উপন্যাস, দুহামেল, জিদ, লুই ফিশার, এডগারসের এডগার ওয়ালেসের বইয়ের কথা শোনা যায়। আবার প্রফেসর অভয়েন্দ্র মোহন ঘোষের স্ত্রী মোহিতার সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি হয়ে ওঠেন অবহেলিত ও বঞ্চিত কলেজশিক্ষক। ঔপন্যাসিকের কথায় নিশীথ সেনের বর্তমান পরিস্থিতি,

> "বাইশ-তেইশ বছর জলপাইহাটি কলেজে কাজ করেছে নিশীথ, তার আগে দু-তিন বছর কলকাতায় একটা কলেজে কাজ করেছিল, স্কুলে মাস্টারি করেছে।...পেনশন নেই, ও-অনটনের কাজে সংসারের টাল সামলাতে-সামলাতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব টাকাই খরচ হয়ে গেছে, হাতে কিছুই নেই আর—জীবনের। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর অক্লান্তভাবে চাকরি করার পর—তেইশ টাকা সাড়ে ছ-আনা ছাড়া। করি-করি করে একটা লাইফ ইনসিওরেন্সও করতে পারেনি সে। বয়স বেশি হয়ে গেল, মোটা টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে বলে খুব বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও লাইফ ইনসিওরেন্স করতেই পারল না আর নিশীথ।"[১২]

অথচ কলেজের বন্ধু কুলদাপ্রসাদের সঙ্গে কথবার্তায় নিশীথের অন্যরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়,

> 'নিশীথের দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে কুলদা বললে,'কী রকম বাঁধলে-টাঁধলে মফস্বলে কাজ করে?'
>
> 'পঁচিশ হাজার।'
>
> 'বাঃ, বাঃ, মওকা! বেশ ফেঁদেছ বেটাচ্ছেলে। কোথায় রেখেছ টাকা, পাকিস্তান ব্যাঙ্কে?'
>
> 'না, কলকাতায়। লয়েডস।'
>
> 'লয়েডসে!' কুলদা একটা মিহি ছুঁচ ফুঁড়ে নিশীথের দিকে তাকায়, 'কেন, বিলিতি ব্যাঙ্কে রাখতে গেলে কেন? কী ইন্টারেস্ট দেয় ওরা?...
>
> 'লয়েডসে রেখেছি তার একটা কারণ আছে। ওতে টাকাটা জমা থাকবে, টাকায় হাত পড়বেনা সহজে।'[১৩]

এর পাশাপাশি স্ত্রী সুমনা, সহকর্মী দর্শনের অধ্যাপক মহিম ঘোষালের স্ত্রী সুমনা (যার নিশীথ সেন প্রদত্ত নাম অর্চিতা), ছাত্রী জুলেখা-সুলেখা প্রমুখের সঙ্গে কথোপকথনে নিশীথ সেন বারবার ভিন্ন ভিন্ন মুখোশ পরিধান করেছে।

শ্যাডো বা ছায়ার উদাহরণ হিসাবে 'কারুবাসনা' উপন্যাসে মেজকাকা চরিত্রটি অন্যতম। অলস, অহংবোধে পরিপূর্ণ চরিত্রটির মননে ঈদের বারবার আনাগোনা খেয়াল করা যায়। হেমের অসুস্থ স্ত্রী কল্যাণীকে একবারের জন্য না দেখতে পাওয়ায় ভাইপো হেমের কাছে নির্দ্বিধায় কল্যাণী কর্তৃক তার পায়ে তেল পালিশ করে দেবার আবদার জানায় কিংবা বৌদিকে ছাড়া তার রাতের খাবার অসম্পূর্ণ বা রাত বারোটা পর্যন্ত বৌদির সঙ্গে মজলিশ বানানো ইত্যাদি শ্যাডো আর্কিটাইপের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ইন্ডিভিজুয়েশনের বৈশিষ্ট্য বলতে 'মাল্যবান' উপন্যাসের মাল্যবান, 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের নিশীথ সেন, এবং 'কারুবাসনা' উপন্যাসের হেম – এই তিনজনের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে তাদের সামাজিক অবস্থান, পারিবারিক পরিস্থিতি আর এই সবকিছুর মধ্যে তিনটি চরিত্রের সামগ্রিকতা হল তাদের যৌথ অচেতন।

পরিশেষে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে ফ্রয়েড প্রদত্ত মনঃসমীক্ষণবাদ বা ইয়ুং প্রদত্ত বিশ্লেষণাত্মক মনঃসমীক্ষণবাদ কেন পড়ব। তার উত্তর হিসাবে বলা যেতে পারে এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে লেখকের ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলে। তিনি কোন বিষয়টি বলতে চাননি কিন্তু লেখার মাধ্যমে উঠে এসেছে তা খানিক জানা যায় এই তত্ত্ব থেকে, তবে এই বিষয়টি মনঃসমীক্ষণবাদী সমালোচনার ধারার অন্তর্গত, বিষয়টি দীর্ঘ তাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

তবে একথাও ঠিক মনোবিশ্লেষণ বা মনোসমীক্ষণবাদ কোনো 'সোনার পাথরবাটি' স্বরূপ ধারণা নয়, এটি একান্তভাবে বাস্তব। এই প্রসঙ্গে কার্ল ইয়ুং এর উক্তিটি যথার্থ,

> "Psychology is the only science that has to take the factor of value (i.e. feeling) into account, because it is the link between physical events and life. Psycholgy is often accused of not being scientific on this account; but its critics fail to understand the scientific and practical necessity of giving due consideration to feeling."[১৪]

সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর 'নির্জ্ঞান' ভাবনা নিয়ে সারা বিশ্বে যে তোলপাড় তুলেছিলেন তার মধ্যে যে একপ্রকার সীমাবদ্ধতা ছিল, পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সেই ভাবনার এক নতুন রূপদান করতে চেয়েছিলেন। মনোবিজ্ঞানীরা তত্ত্বগুলি প্রমাণ করতে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে (উইলিয়াম শেক্সপীয়র, এডগার অ্যালান পো প্রমুখ) সৃষ্ট চরিত্রের সাহায্য নিলেও তা প্রকৃত অর্থে বাস্তব জীবনে আমাদের দেখা

চারপাশে চরিত্রগুলির সঙ্গে ভীষণভাবে মিল পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীরা মূলতঃ বিদেশি সাহিত্যকেই উদাহরণের জন্য বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায়, বাংলা একটি আঞ্চলিক ভাষা হলেও সেই ভাষার সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মানসিক বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন এবং এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের অবদান অনস্বীকার্য।

সূত্র ও টীকা

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (৩য় খণ্ড)* ,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, ২০১২ পৃ. ২৮৫

২. James, William, *Principles of Psychology*, Henry Holt and Company, New York, august 1931, pg. 1

৩. *মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনের তিনটি স্তর দেখিয়েছেন,

- ইদ (Id)- Pleasure Principle, যা মূলতঃ আনন্দলাভের জন্যেই সৃষ্ট,
- সুপার ইগো (Super Ego)- Morality Principle, যা বিবেক বা নৈতিক বোধ, সমাজের ঠিক বা ভুলের ওপর নির্ভর করে মানুষকে চলতে শেখায়,
- ইগো (Ego)- Reality Principle - ইদ ও সুপার ইগোর মধ্যে মধ্যস্থতায় সহায়তা করে।

৪. Jung, Carl Gustav, *Nietzsche's Zarathustra*, Princeton University Press, USA, Reprinted, July 1992, pg 528

৫. দাশ, জীবনানন্দ, সমগ্র প্রবন্ধ, *লেখার কথা,* ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৪০৯

৬. দাশ, জীবনানন্দ, তিনটি উপন্যাস, *জলপাইহাটি*, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ.২৭৭

৭. তদেব, *মাল্যবান*, পৃ. ১২৯

৮. তদেব, *কারুবাসনা,* পৃ.৪২

৯. তদেব, *মাল্যবান,* পৃ. ৪২

১০. তদেব, *জলপাইহাটি*, পৃ. ২৭৮

১১. তদেব, পৃ. ২৫৯

১২. তদেব, পৃ. ৪২২

১৩. তদেব, পৃ. ৪৭০

১৪. Jung, Carl Gustav, *Man and his symbols,* Dell Publishing, USA, Sept 1968, pg 90